R. N No. 2582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯১শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।
২রা মার্চ, ২০০৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা।
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বেআইনি দখলের দাপটে শহীদ নলিনী বাগচী পার্কের আজ কোন অস্তিত্ব নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ১৪৪/৭৩৪/৩ হোল্ডিং এর গালাপট্টি মহল্লায় বর্তমানে সদরঘাটে দীর্ঘদিন ধরে ৪১০ নং দাগে মোট ১৬ শতক জায়গায় শহীদ নলিনী বাগচীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি পার্ক ছিল। প্রাক্তন পৌরপিতা মুক্তিপদ চ্যাটার্জীর সময় পর্যন্ত এই পার্কের রমরমা ছিল। আজ সে পার্ক নেই। জায়গাটিও বেআইনি জবর দখলের কবলে। সারি সারি দোকান মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঢেকে দিয়েছে বাংলার প্রথম শহীদ নলিনী বাগচীর স্মৃতি সৌধ পার্কটিকে। খবরে প্রকাশ, গত ১৮/২/০৫ জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে একটি বেআইনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে এলাকায় শান্তিভঙ্গ হয় ও কোর্টে গণস্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র জমা পড়ে। তার প্রেক্ষিতে আদালতের রায়ে ঐ বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়।

আইনের বাহক না হয়ে বকলমে আইন ভাঙার সাহস যোগানোর (শেষ পৃষ্ঠায়)

আসন্ন পুর নির্বাচনে জঙ্গিপুর পারে সি পি এমের গুটি সাজানো প্রায় পরিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামনে পুর নির্বাচন। জঙ্গিপুর পুরসভায় বামফ্রন্টের মধ্যে দলাদলি যথারীতি চলছে। ফরওয়ার্ড ব্লক পাঁচটি আসন দাবী করে। অনড় সি পি আই চারটি আসন চেয়েছে। আর এস পি নমনীয় ভাব প্রকাশ করে তাদের জেতা আসন ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছেড়ে দিয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে। ওখানে এবারের প্রার্থী বর্তমান পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। মৃগাঙ্কবাবুর ওয়ার্ড এবারে মহিলার জন্য বরাদ্দ। দশ নম্বরের বিনিময়ে আর এস পিকে দেয়া হচ্ছে পনেরো নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে নাকি প্রার্থী আর এস পি নেতা স্বয়ং প্রদীপ নন্দী। অথচ সকলেই জানে পনেরো নম্বর ওয়ার্ড সি পি আই এর জেতা আসন। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সি পি এম এক প্রাক্ নির্বাচনী সভা ডাকে। সেখানে প্রত্যেকেই ফ্রন্টভিত্তিক বক্তব্য রাখেন। তবে আক্ষেপ ছিল, যত জনকে সভায় ডাকা হয়েছিল তাদের অনেকেই আসেননি। ফ্রন্টের অন্য নেতাদেরও দেখা যায় নি। সভা শেষে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৪ ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ানে পৌরপিতার আহ্বানে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ প্রশাসক এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল শহরের প্রধান রাস্তার দু' ধারের জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা। সভায় সর্বসম্মতভাবে এই উচ্ছেদকে কার্যকরী করতে অভিমত প্রকাশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত আড়াই বছর আগে সওদাগর আলী চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই উচ্ছেদের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পরবর্তী চেয়ারম্যান সফর আলী তা কার্যকরী করতে ব্যর্থ হন। কথাটা প্রকাশ্যে তিনি স্বীকারও করে নেন। বর্তমান চেয়ারম্যানের আমলে ধুলিয়ান পৌরসভার মধ্যে ঘোড়াগাড়ীর প্রচলন বন্ধ করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর রোড রেল স্টেশনে কম্পিউটার বসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেল স্টেশনকে কম্পিউটার পরিচালিত বিজ্ঞাপন স্টেশন করার আবেদন জানান জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর ৩৮৫৫ R. N. নং এক চিঠির উত্তরে তাঁকে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ মেমো নং MR/A/5515/2004 রেলমন্ত্রী জানান তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে ও ঐ অঞ্চলের জনগণের বিশেষত ব্যবসিক ও নাগরিকবৃন্দের সুবিধার্থে ঐ স্টেশন কম্পিউটারাইজড করার ব্যবস্থা ও সরকারী নিয়মকানুন মাফিক কর্মপদ্ধতির সিদ্ধান্তের কথা রেল দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানদের জানানো হয়েছে। সাংসদের দপ্তরে যোগাযোগ করলে আমাদের প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মুখার্জীর দপ্তর থেকে জানানো হয় এটি একটি ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনীয় দাবী—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়িত করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

টান টান উত্তেজনায় স্কুল ভোটে নাগরিক কমিটি জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনকে ঘিরে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শহরের একটা দিকে চাপা উত্তেজনা ছিল। কংগ্রেস, সি পি এম এবং আর এস পির মোট ১৮ জন প্রার্থী ছিলেন। ঐ স্কুলের প্রাক্তন সম্পাদক আশিস ঘোষালের সমর্থনে কংগ্রেস নাগরিক কমিটি নাম দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিশেষ পুলিশী পাহারায় রাত প্রায় একটা পর্যন্ত গণনা শেষে নাগরিক কমিটির অনমিত্র ব্যানার্জী, অনাদিচরণ নাথ, আশিসকুমার ধর, অশোক হালদার ও স্বপনকুমার দাস জয়ী হন। নাগরিক কমিটির পক্ষে আশিস ঘোষাল, সমীর পণ্ডিত ও মুক্তিপ্রসাদ ধর নেতৃত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১১ সাল।

॥ ঘিসিং-ভাবনা ॥

সুবাষ ঘিসিং—নামটি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাজকর্ম কেন্দ্র তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিন্তা ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ বজায় রাখিতে হইলে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন খুবই প্রত্যাশিত। কিন্তু সুবাস ঘিষিং এই নির্বাচনে আগ্রহী নহেন বলিয়া জানা যাইতেছে। যতদূর মনে হয়, তিনি হাতে আরও বেশী ক্ষমতা চাহেন।

রাজ্যের সি পি এম নেতারা দাবী করিতেছেন অবিলম্বে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন, না হয় বর্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্তমান পরিষদ ভাঙিয়া দিয়া মার্চের শেষে প্রশাসক নিয়োগ। এই প্রশাসকই নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কাজ করিবেন। যেহেতু মার্চের পর বর্তমান পরিষদ চালু থাকিতে পারেনা, তাই রাজ্য সরকার মার্চের শেষ সপ্তাহের পূর্বেই অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া বর্তমান পরিষদের মেয়াদ বাড়াইতে পারেন, অথবা পরিষদ ভাঙিয়া দিয়া একজন প্রশাসক নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইতে পারেন।

অবশ্য অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া পরিষদের আয়ু বৃদ্ধি, অথবা ঘিসিং স্বয়ং প্রশাসক হইয়া আগামী নির্বাচন পর্যন্ত কাজকর্ম করিবেন, তাহা এখনও সুস্পষ্ট হইতেছে না। তবে বিভিন্ন কথার মধ্য দিয়া ঘিসিং তাঁহার যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি আগে পার্বত্য পরিষদের অনেক বেশী ক্ষমতা পাইতে চাহেন; নির্বাচন তাহার পরে হইবে। যাহা রাজ্য সরকার পছন্দ করিতেছেন না। আবার সি পি এম ঘিসিং এর সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে নামিতে চাহেনা। কেননা, ঘিসিং ও তাঁহার দলবল ভয়ানক আগুন জ্বালাইতে পারেন, তাহা অভিজ্ঞতায় আছে।

আবার নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি আর এক সংকট। ঘিসিং নেপাল সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধুন, রাজ্য সরকারের তাহা কাম্য নহে। তাই ঘিসিং এর জন্য সরকার যেমন ভাবিত, ঘিসিং কিন্তু নির্ভাবনায় ইউরোপ ভ্রমণে নিরত। পরবর্তী অবস্থা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে।

জঙ্গিপুরের কড়চা

তবু যেতে দিতে হয়

যেন জন সমুদ্রে ঢল্ শেষ গোধূলিতে। সূর্য তখন নেমে গেছে পাটে। শীত শেষের বাতাসে একটুখানি শির্ শিরানি। ছোট বড়র উপস্থিতিতে মেলার মাঠ তখন মুখর—কথায়, কালোচ্ছ্বাসে; পদ সঞ্চারে, পদতাড়নায়। বইয়ের বিপণিতে বিপণিতে ব্যস্ততা—বই দেখা, বই কেনাকাটা। সাজানো বইয়ের র‍্যাকে র‍্যাকে নতুন বইয়ের কেমন যেন 'মন ক্যামন করা' গন্ধ।

এপারে ওপারে বইয়ের জন্য হাঁটছে বালক-বালিকা, হাঁটছে বৃদ্ধ, হাঁটছে বনিতারাও, আরো আরো কতজন। দূর দূরান্ত থেকে তাদের পায়ে চলার পাঁচালি। তাদের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে মেলার মাঠে। চলছে আলাপ, সংলাপ আবার বিশ্রামআলাপ। সব মিলিয়ে স্বর আর সুরের সিম্ফনি।

অদ্ভুত এক মেজাজ আর মজি মাঠ জুড়ে। দাদাঠাকুর মঞ্চে চলেছে কবিতা আর গানের আসর—মাঠের প্রত্যন্তেও ভাসছে সুরের শিহরণ। নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, বিস্রস্ত তার সোনার আঁচল, হাতে দীপশিখা—কেমন যেন অজান্তে। লোক-জীবনের সুর মূর্চ্ছনা নিখাদে আজিত পাল্ডের কণ্ঠে, সুরের স্বনন। গমগমে আওয়াজ একটা আলাদা মাত্রা। মেলায় প্রতিদিনই ছিল চমক, তবে চকমকির চমকানি নয় প্রাণের উৎসারিত দীপ্তি, উচ্ছ্বলিত উদ্ভাস।

প্রাঙ্গণে অনেকের উপস্থিতি—নানা মুখ, মুখের মেলা, তবে মুখোশ যে ছিল না তা বলা ভারি শক্ত। কেউ দেখতে, কেউ বইয়ের গন্ধ নিতে, আবার কেউ কেউ বইয়ের প্রচ্ছদে চোখ মেলাতে, আবার কেউ দুই ললাটের মাঝে বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক বিহঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করতে।

বই প্রেমীরা বইয়ের খোঁজে অন্বিষ্ট প্রান্ত থেকে প্রান্তিকে। ছিল না ক্লান্তি, ছিল মুখাবয়বে প্রসন্নতার কান্তি, তৃপ্তির প্রসন্নতা। অনুভব আর অনুভূতিতে ছিল সংবেদন-শীল স্পর্শ। বাইশের রাত অনেকের কাছে নবমীর রাতের মত। যেন না পোহায়। বিজয়া প্রদোষের প্রচ্ছন্ন বিষাদময়তার আস্তরণ যেন মাঠের বুকে। বেজে উঠে শেষ প্রহরের ঘন্টা। অনেকের চোখে মুখে তখন মন কেমন করা নস্টালজিক ঔদাসীন্য।

—সুমন পাঠক

বোধ

(ভাষা দিবস স্মরণে)

স্মরণ দত্ত

তীরবিদ্ধ মুক্ত আকাশের পাখিটা
আছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।
রক্তাক্ত দেহটা
কোলে তুলে নিল
এক শহীদ মা।
তেমন করে কি আজও আমরা
কোলে তুলতে পারলাম
বরকত, সালাম, জাব্বার ভাইদের?
তাহলে কেন এখন
পায়েসের বদলে কেক আসে
জন্মদিনের ঘরে? আর,
সেই পুরান আসরের
ঠান্মাদের জন্ম হয় না কেন?

প্রতিবন্ধীদের সনাক্তকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ, জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে ও ভারতীয় কৃত্রিম অঙ্গ নির্মাণ নিগম (ALIMCO) এর সহযোগিতায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের জেলা পরিষদ বিশ্রামাগার সংলগ্ন চত্বরে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে সহায়ক কৃত্রিম সরঞ্জাম বিতরণের উদ্দেশ্যে সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রায় ২৮০ জন প্রতিবন্ধীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। দারিদ্র্য সীমার নীচে উপার্জনকারী নথিভুক্ত প্রতিবন্ধীদের বিনা খরচে সহায়ক সরঞ্জাম দেওয়া হবে। এই শিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্যক সহায়কের ভূমিকায় আছেন ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতা প্রদান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ভারতীয় কৃত্রিম অঙ্গ নির্মাণ নিগম। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সক্রিয় অংশ নেন জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপার ডা: অসীম হালদার ও অন্যান্য ডাক্তারবাবুরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুতীর বিধায়ক জানে আলম, ডিপ্রেস লীগের সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস, লীগের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সরকার প্রমুখ।

সদর রাস্তায় মোটরসাইকেল চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শিব মন্দির এলাকা থেকে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে ওখানকার ব্যবসায়ী কাউসার সেখের হিরোহুন্ডা (স্প্লেন্ডার) মোটরসাইকেলটি চুরি যায়। কাউসার থানায় অভিযোগ করেন—একটি লরি রাস্তার উপর দাঁড়ালে তার গাড়ীটি আড়াল হওয়ার সুযোগে চুরি হয়ে যায়।

তোমাকে যেমন দেখেছি

নিমাই সাহা

তোমার সাথে রোজ দেখা হয়ে গেছে বইমেলায়। রোজই বই কিনতে দেখেছি এমনও নয়। তুমি ঘুরে বেড়িয়েছো এখানে-ওখানে উদ্দেশ্যবিহীন। কখনও কোন নামী বুকস্টলে, কখনও কোন অনামী স্টলে অনামী লেখকের লেখা নিয়ে বাহবা দিচ্ছো, সমালোচনা করছো। কখনও মাঠের জটলায় গান গাইছো, কবিতায় সুর দিচ্ছো। কখনও বা দুহাতে দুটো শালপাতার বাটিতে কাটলেট নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছো কাকে যেন সারামাঠ। নামী লেখকের একটি সই-য়ের জন্য যখন প্রতিযোগিতায় নেমেছিলে, দাদাঠাকুর মঞ্চে একটি কবিতা পড়ার জন্য ধরেছিলে কর্মকর্তাদের, নিমাই ভট্টাচার্জে'র হাতে অন্যের বই প্রকাশ দেখে উদাস হয়েছিলে কিংবা ধরো তোমার লেখার খাতাটা নিয়ে নামী কোন লেখককে একটি-দুটি লেখা শোনার সময়-অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলে আর কি করে একটি চটি বই বের করা যায় তার হিসাব কষছিলে সে সবও দেখেছি আমি। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় যেদিন মেঘ করেছিল আকাশে, বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি, স্টল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল, লোক ছুটছিল বাড়ির দিকে সেদিন তোমায় কি যে বিমর্ষ দেখেছিলাম, কী বলবো! তুমি কী ঠিক বুঝতে পারিনা, যেন এক ছায়া ছায়া সঘন উষ্ণতা, ব্যস্ত পদসঞ্চার, হস্ত প্রতিশ্রুতি! তুমি যেই হও, জানোতো জেলা সদরে বিকল্প বইমেলা হচ্ছে। বইমেলা আরো হোক, বেশী করে হোক, আরো বই হোক, পাঠক হোক এই তো চাও। সেখানে এত প্রতিযোগিতা কেন শুধু এইটুকু বুঝতে পারো না। জানোতো আগামীবার মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা নাও হতে পারে এখানে। তুমি ভাবছো এ-আবার কোন্ রসিকতা? অমৃত দিলে যদি, হৃদয় পূর্ণ করে দাও। কিন্তু সে সব অনেক মাথার অনেক কথা। অথচ তোমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি বলছো—এখানে বইমেলা হোক, তা সে যেমন করেই হোক, যেমন ভাবেই হোক, হোক, আবার আবার প্রতিবার প্রতি বছর—

বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুল

পোঃ বাড়ালা, জেলা মুর্শিদাবাদ

এই বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১১ ও ১২ মার্চ, ২০০৫ বেলা ২টায় স্কুলের ৯৭ সাল হইতে বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা ও বিদ্যালয়ের ৮৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হইবে। সকল ছাত্র-ছাত্রী ও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে।

মহঃ সোহরাব
সম্পাদক

আবদুল হাদি
প্রধান শিক্ষক

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬০২৬০

বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাজ-পোশাক

কল্যাণকুমার পাল

বিদ্যালয়ের নাম বনহুগলি গার্লস হাই স্কুল। প্রধান শিক্ষিকা তপতী দত্ত। বরানগরের এই স্কুলটি বেশ কিছুদিন আগে সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে এসেছিল। প্রধান শিক্ষিকা অন্যান্য শিক্ষিকাদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা যেন শ্রেণী কক্ষে উগ্র পোশাকে, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে এবং হাতে মোবাইল নিয়ে না যান। শ্রেণী কক্ষে মোবাইল বেজে উঠলে ছাত্রীদের পাঠে মন সংযোগের অভাব হয়। এছাড়া যে শিক্ষিকা পাঠদানে আত্ম-নিবেদিত থাকেন তাঁরও ব্যাঘাত ঘটে। আর উগ্র-আধুনিক সাজ-পোশাকে শ্রেণী কক্ষে গেলে ছাত্রীদের উপর তার প্রভাব পড়ে।

শিক্ষিকাবৃন্দ তো রেগে খাপ্পা। ক্লাস বয়কট করে বসলেন তাঁরা। তাঁদের সাফ জবাব—স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। বিষয়টি গড়তে গড়তে পরিচালন কমিটি পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তাঁরাই সভা করে সিদ্ধান্ত নেবেন শিক্ষিকারা ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে, হাতে মোবাইল নিয়ে, উগ্র-আধুনিক পোশাকে শ্রেণী কক্ষে যাবে কি যাবে না? বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে নেওয়া যায় না। তবে একজন শিক্ষিকা হিন্দী সিনেমার নায়িকা সেজে শ্রেণী কক্ষে যাবে তাও মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের শেখাবার কিছুই নেই। শিক্ষকতা অন্য পেশার মতো শুধুমাত্র পেশা নয়—শিক্ষকতা এক (শেষ পৃষ্ঠায়)

সারদা-সকাশে

শীলভদ্র সান্যাল

মনের কথা কই মা দুটো, হ'সনে যেন অন্যমনা—
ইদানিং আর স্কুল-কলেজে হয় না কোন পড়াশোনা
বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী ইতি দিয়ে পাঠাভ্যাসে
সকাল-সন্ধ্যা নিয়ম ক'রে সবাই ছোটে কোচিং ক্লাশে
মেধার চেয়ে বড় দেখি সুপারিশ আর ধরাধার
বাজারেতে হাজার রকম নোট বুকেরই ছড়াছড়ি
চ্যাপটার পড়ে চয়েস ক'রে, সাজেশন আর সিলেকসনে
এই তো দেখি যুগের হুজুগ, প্রয়োজন নেই জ্ঞানার্জনে।
নকল-লিখন-সজ্জাতে সব দেওয়ালগুলি লাঞ্ছিত,
বহির্দেশে রাজনৈতিক দলের বাণী বাঞ্ছিত।
শিক্ষকেরা ইচ্ছামতন যখন-তখন আসেন যান,
মাসের শেষে হাস্যমুখে মোটারকম বেতন পান।
তদুপরি আপন গৃহে বিদ্যা বেচে লক্ষ্মী লাভ!
সহোদরার সঙ্গে মা তোর যতই থাকুক অসদ্ভাব!
কলেজগুলো মুক্তাঞ্চল, কলিযুগের বৃন্দাবন,
সেথায় শুধু দলবাজি মা, নেই যে কোন প্রশাসন!
ছাত্র কিংবা অধ্যাপকে মিলে করে ধর্মঘট
মিছিল ক'রে দাবী দাওয়ার আওয়াজ তোলে কী বিকট!
দিনে দিনে বাড়ছে শুধু অট্টালিকার পরিসর
হচ্ছে সেথায় আদ্যশ্রাদ্ধ, নিত্যজ্ঞানের দানসাগর।
পাঠশালাতে যাস মা যদি, টাটকা ফুলের গন্ধ পেতে
দেখবি সেথা শিক্ষকেরা মন দিয়েছেন পঞ্চায়েতে!
তাঁদের কড়া সংগঠনে কেউ বা হলেন সেক্রেটারি
অন্যদিকে নিত্য নতুন মিড্-ডে মিলের কেলেঙ্কারি!
লক্ষ টাকার বস্তাভর্তি চাল বাজারে দেয় মা ঝেড়ে
পরকালের পুণ্য করে শিশুর মুখের গ্রাসটি কেড়ে
পরীক্ষার আগেই দেখি প্রশ্নপত্র হচ্ছে ফাঁস,
শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের রাজনীতিটার হচ্ছে চাষ।
মুখে নাহি বাক্য সরে দেখে মা তোর এ-দুর্গতি
তবুও সবাই পুষ্পাঞ্জলি দেয় মা তোরে সরস্বতী।

আজ কোন অস্তিত্ব নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

পিছনে জনৈক পুর কাউন্সিলরও 'বকলমে' ঠিকাদারের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও জাতীয় সৌধ ও কৃতিত্ব বাঁচাতে হেরিট্যাজ কমিটি গঠন করা হয়েছে সব পৌরসভায়। ব্যতিক্রম জঙ্গিপুর পৌরসভা। শুধু তাই নয় অমর শহীদের স্মৃতি সৌধ রাতারাতি উবে গিয়ে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দালাল ও ঠিকাদার কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ মদতে জবরদখলের কবলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ পৌরপিতা এর কোন খবর রাখেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় জায়গাটি পৌরসভার হওয়া সত্ত্বেও এদের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স আদায় চলছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ পৌরবিধি ৩১ এ বলা আছে (১) কাউন্সিলার পর্ষদ কোন দালান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন যে—(ক) কোন দালানের নির্মাণ—অ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতীত শুরু করা হইয়াছে অথবা (আ) অনুমোদন বা মঞ্জুরীকৃত প্ল্যান মাফক করা হয় নাই বা প্রদত্ত অনুমোদন বাতিল করা হইয়াছে বা (ই) এই আইন বা বিধি লঙ্ঘনক্রমে বা কোন শর্ত, পরিবর্তন, নির্দেশ আইনানুগ তলব অমান্যক্রমে নির্মিত দালান। তবে সেক্ষেত্রে কাজ বন্ধ করে দেওয়া বা গাঁথনী ভেঙ্গে দেওয়াই বিধি সম্মতভাবে আইনানুগ ও পৌরসভার এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে সরষের মধ্যেই ভূত। কেস নং 224/M/05 U/S, 133 C.R P.C. মামলার রায়ে রঘুনাথগঞ্জ এর বি, এল, আর, ও এবং রঘুনাথগঞ্জ থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয় এ বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করার জন্য। অনুসন্ধানে যানা যায়, ঐ হোল্ডিং গৌতম ব্যানার্জী নামে জনৈক দোকানদারের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে দোকানটি কিনে তাঁর মাথায় ঢালাই দেওয়া নিয়ে বিবাদ বাঁধে এলাকাবাসীর সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসিক রথীন ব্যানার্জীর। প্রতিবেশী ও আইনজীবী শুভাশিস ব্যানার্জী রথীন ব্যানার্জী কিভাবে প্ল্যান ও পৌরসভার অনুমোদন ছাড়া নির্মাণ কার্য চালান তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে রিট পিটিশন করেন। এ ব্যাপারে পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান "জায়গাটি পৌরসভার। এলাকার লোকেরা বেআইনি জবরদখল করে রেখেছে। প্রয়োজনে ম্যাকেঞ্জি পার্কের রাস্তার দুধারের জবরদখল যেভাবে উচ্ছেদ করেছে সেভাবেই করবে।"

সর্বদলীয় বৈঠক (১ম পৃষ্ঠার পর)

বলা ভাল যে ধুলিয়ান পৌরসভার উন্নয়ন পাঁচ বছরে যতটা হওয়া উচিৎ ছিল তা মোটেই হয়নি। এই উচ্ছেদকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য ছ'জনের এক সর্বদলীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

নাগরিক কমিটি জয়ী (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী জানান, নির্বাচনী প্রচারে অভিভাবকদের কাছে আমাদের দলের সমর্থনের কথা যদি কেউ বলে থাকেন তবে সেটা সত্যি না। বিজেপি এই ভোটে কোন প্রার্থী দেয়নি। কংগ্রেস প্রীতি বা সি পি এম ভীতি নিয়ে বিজেপি করার মত কর্মীর দলে ঠাঁই নেই বলে চিত্তবাবু জানান।

নতুন তিনতলা বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীতে সদর রাস্তার উপর তিনতলা নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ : ০৩৪৮৩/২৭১৯১১

শিক্ষিকাদের সাজ-পোশাক (৩য় পৃষ্ঠার পর)

মহৎ সেবা কর্ম। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। আর মানুষ গড়ার কারিগরই যদি অমানুষ হয় তবে তিনি মানুষ গড়বেন কি করে! তাই সবার আগে দরকার সচেতনতা। শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বলেছেন—"শালীনতা বজায় রাখা দরকার।" অবশ্য তিনি কোনটা করা উচিত বা অনুচিত সেই প্রসঙ্গে যেতে রাজী হন নি।

শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় আগে সাজ-পোশাকের উপর নম্বর ধার্য্য ছিল। শিক্ষকদের ধুতি-পাঞ্জাবি আর শিক্ষিকাদের লাল, নীল বা সবুজ পাড় যুক্ত সাদা শাড়ীই ছিল আদর্শ পোশাক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তা আজ বদলে গেছে। তা বলে উগ্র আধুনিকতা নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া যায় না। বাড়ীতে কোনো শিক্ষিকা নাইটি, প্যারালাল, চুড়িদার, কিংবা বেলবটস পরে থাকতে পারেন কিন্তু বিদ্যালয়ে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যালয় মন্দির স্বরূপ। মন্দিরে যেমন পুজা-অর্চনা হয়, বিদ্যালয়ে তেমনি জ্ঞানের অর্চনা হয়। মানুষ হওয়ার পাঠ নেওয়া হয়! শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছেন বিদ্যালয় মন্দিরের ঋত্বিক। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুকরণ করে। শুধু মাত্র দু' পাতা বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল লিখতে পড়তে শেখার জন্য আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যালয়ে পাঠাই না। বিদ্যালয়ে পাঠাই লেখাপড়া শিখে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠার জন্য। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন আদর্শচ্যুত হয়ে ইঁদুর দৌড়ে ছুটে বেড়ান তখন আমরা কার উপর ভরসা করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিদ্যালয়ে পাঠাব? তপতী দত্ত মহাশয়াকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—এখনই না জাগলে আর সকাল হবে না! সমাজের এই অবক্ষয় রোধ করার জন্য সবার আগে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এগিয়ে আসতে হবে—তবেই হবে সত্যিকারের জাগরণ।

গুটি সাজানো প্রায় পরিষ্কার (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় সি, পি, এম এর নির্বাচন কমিটির এক সভা বসে। সেখানে ঠিক হয় জঙ্গিপুর পারে ফরওয়ার্ড ব্লক বা সি, পি, আইকে কোন আসন দেয়া হবে না। এমন কি আর, এস, পির জেতা আসন দশ নম্বর—যা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে সদ্য কংগ্রেস থেকে সি, পি, এমে আসা ইস্তেখাব আলমকে দিয়ে, আর, এস, পির অন্য জেতা আসন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে প্রার্থী করা হবে। কারণ দশ নম্বর ওয়ার্ডে সংখ্যালঘু ভোটার বেশী। আর পাঁচ নম্বরে প্রায় সমান সমান। দশের থেকে পাঁচ অনেক নিরাপদ। আর ভট্চাযের জন্য নিরাপদ আসনই দরকার। এর ফলে জঙ্গিপুর পার থেকে আর, এস, পি মুছে যাচ্ছে। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের পুরোনো আসন ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী এবার তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য। এছাড়া সিটু নেতা শৈলেন মুখার্জীর (নুপুর) জেতা ৯ নম্বর ওয়ার্ড এবার মহিলা তপশিলীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে! সেখানে দুটি নাম আলোচিত হয়—ফুলিয়া হরিজন এবং পূর্ণিমা হালদার। শেষ পর্যন্ত কো-অর্ডিনেশন নেতা অসীম সমাদ্দারের স্ত্রী পূর্ণিমা প্রাধান্য পান। শেষ খবরে আরো জানা যায়, সি, পি, এম এখনও নিশ্চিত নয় যে কোন ওয়ার্ড মহিলা তপশিলী হবে তাই ৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রয়াত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর পুত্র হীরক চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সুমিত্রা সাহার নাম বিবেচনায় রেখেছে

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুভব পাণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।